২০২৩-২৪ অর্থবছরের তামাকপণ্যে করের পর্যালোচনা

উন্নয়ন সমন্বয় কর্তৃক 'ডিজিটাল বাজেট ইনফরমেশন হেল্পডেস্ক' এবং 'আমাদের সংসদ' প্লাটফর্মের জন্য প্রণীত

উন্নয়ন সমন্বয়

জুন, ২০২৩

প্রসঙ্গ

দেশের তামাক-বিরোধী বিভিন্ন সংগঠনগুলো বিগত কয়েক বছর ধরেই তামাকের উপর কার্যকর করারোপের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা উপস্থাপন করে আসছে। এই প্রস্তাবনার মূল ভিত্তি দুইটি - প্রথমত, প্রতি বছরে তামাক পণ্যের উপর সম্পূরক শুল্ক অল্প অল্প না বাড়িয়ে একবারে অনেকখানি বাড়িয়ে দেওয়া; এবং দ্বিতীয়ত, তামাক পণ্যের খুচরা বিক্রয়মূল্যের উপর শতাংশ হিসেবে সম্পূরক শূল্কের পরিবর্তে সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শূল্ক আরোপ করা। এ প্রস্তাবনা বাস্তবায়ন করা গেলে একদিকে যেমন তামাক পণ্যের ব্যবহার কমতো, অন্যদিকে তামাক পণ্য বিক্রয় থেকে সরকারের রাজস্বের পরিমানও বাড়ানো যেত। সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শূল্ক আরোপ করা গেলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পক্ষে রাজস্ব আহরণ আরও সহজতর হতো।

১ জুন ২০২৩ তারিখে মহান জাতীয় সংসদ আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য বাজেট প্রস্তাব পেশ করেছে। বাজেটে তামাক পণ্যের উপর করারোপের উল্লেখ থাকলেও, সেখানে কার্যকর করারোপের প্রস্তাবনাগুলো প্রতিফলিত হয়নি। চিত্র ০১ - এ বিভিন্ন স্তরের সিগারেটের চলতি বছরের দাম, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য তামাক-বিরোধীদের প্রস্তাবিত দাম, এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাব অনুসারে দামের একটি তুলনামূলক পার্থক্য তুলে ধরা হলো:

চিত্র ০১: বিভিন্ন স্তরের সিগারেটের দশ শলাকার এক প্যাকেটের দাম (টাকায়)

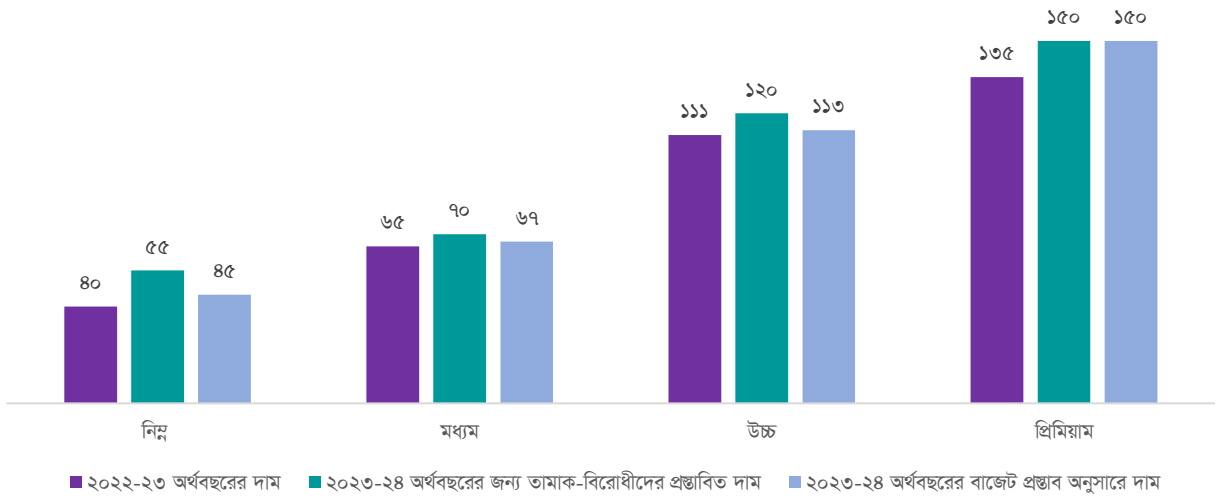

২০২৩-২৪ বাজেটে তামাক পণ্যে কর প্রস্তাব

প্রস্তাবিত বাজেটে নিম্নস্তরের দশ শলাকার মূল্যস্তর ৪৫ টাকা করা হয়েছে, যদিও বাজারে এই স্তরের সিগারেট ৫০ টাকা মূল্যে বিক্রী করা হচ্ছে। সুতরাং, বর্তমান বাজার মূল্য থেকে আরও কিছু পরিমান মূল্য বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। মধ্যম ও উচ্চ স্তরের দশ শলাকার মূল্যস্তর দুই টাকা করে বাড়িয়ে যথাক্রমে ৬৭ টাকা এবং মূল্যস্তর ১১৩ টাকা করা হয়েছে। অতি-উচ্চ স্তরের দশ শলাকার মূল্য ১৫ টাকা বাড়িয়ে ১৫০ টাকা করা হয়েছে। নিম্নস্তরের সম্পূরক শূল্ক ৫৮ শতাংশ ধার্য করা হয়েছে, কিন্তু বাকি তিনটি স্তরের (মধ্যম, উচ্চ এবং অতি-উচ্চ) সম্পূরক শূল্ক অপরিবর্তীত আছে। কোন

সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়নি। সর্বোপরি, প্রথম তিন স্তরের সিগারেটের ন্যূনতম ঘোষিত খুচরা মূল্য সামান্যই বাড়ানো হয়েছে। ফিল্টার বিযুক্ত বিড়ি এবং ফিল্টার সংযুক্ত বিড়ির খুচরা মূল্য অপরিবর্তীত আছে। সিগারেটের বিক্রয়মূল্যের উপর ভ্যাট এবং স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জও অপরিবর্তীত রয়েছে (অর্থ্যাৎ ১৫ শতাংশ এবং ১ শতাংশ)। বিড়ি ও ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্যের (জর্দা ও গুল) উপরেও সকল কর হার আগের মতোই আছে। ইলেকট্রিক সিগারেট এবং তদরুপ ধোঁয়াযুক্ত যন্ত্রের উপর আমদানি শুল্ক ২০ শতাংশ বৃদ্ধি করে ২৫ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে। এতে করে এসব পণ্য ব্যবহারকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া হবে। এর পরিবর্তে আইন সংশোধনের মাধ্যমে এসব পণ্য সম্পূর্ণরুপে নিষিদ্ধ করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

তামাক পণ্যে আমাদের কর প্রস্তাব এবং তার প্রত্যাশিত ফল

তামাক পণ্যে দরকার অনুযায়ী কর প্রস্তাব না হলে বেশ কিছু প্রভাব পড়বে। প্রস্তাবিত বাজেটে সিগারেটের ওপর যে কর প্রস্তাব করা হয়েছে তা বাস্তবায়ন হলে ১০ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক ও তরুনের ধূমপানজনিত অকালমৃত্যু রোধ করা সম্ভব হবে। বাজেটে তামাক পণ্যে কার্যকর করারোপের প্রস্তাবনাগুলো প্রতিফলিত না হওয়ায় রাজস্ব আহরণ থেকেও বঞ্চিত হবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। বিভিন্ন স্তরের সিগারেটের যে বর্ধিক দাম নির্ধারণ করা হয়েছে তাতে সিগারেট বিক্রী থেকে ৩৫ হাজার রাজস্ব আসবে, যা চলতি অর্থবছরের চেয়ে প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা বেশি। অন্যদিকে, তামাক-বিরোধী গবেষক ও নাগরিক সংগঠনের প্রস্তাবনা বাস্তবায়িত হলে চলতি অর্থবছরের চেয়ে আরও ৯ হাজার কোটি টাকা বেশি রাজস্ব আসতো। এছাড়া অন্যান্য স্তরের তুলনায় নিম্ন স্তরের সিগারেটে কম শুল্ক থাকায় সিগারেট কোম্পানিগুলো বাড়তি প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা পাবে।

চিত্র ০২: তামাক পণ্যে করারোপের জন্য প্রত্যাশিত ফল

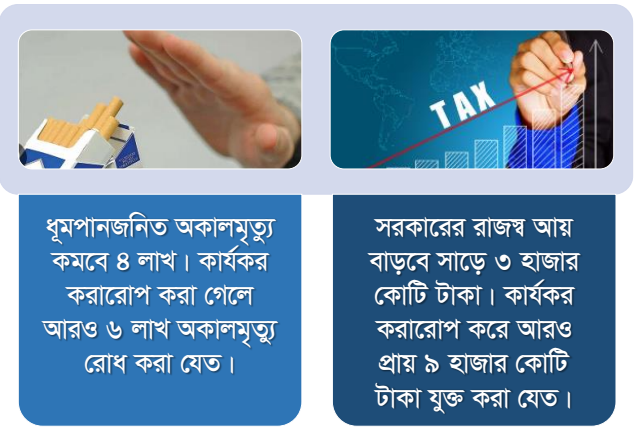

তামাক পণ্য ব্যবহার ও উৎপাদনে পরিবেশের উপর প্রভাব

তামাক চাষ এবং তামাক পণ্য ব্যবহার বৈশ্বিক পরিবেশগত ক্ষতির অন্যতম কারণ। বাংলাদেশে শুধুমাত্র ২০২১-২২ অর্থবছরে বিক্রিত সিগারেট হতে কার্বন নিঃসরণের পরিমান ছিল ১ মিলিয়ন মেট্রিক টন। দেশে ৪০ হাজার একর জমিতে তামাক পণ্য উৎপাদন হচ্ছে, যেখানে খাদ্য শস্য উৎপাদন সম্ভব হতো। তামাক উৎপাদন জমির উর্বরতা নষ্ট করে, ফলে পরবর্তীতে অন্যান্য খাদ্যশস্য ফলানো সম্ভব হয় না।

তথ্যসূত্র: (১) Zafeiridou, M., Hopkinson, N. S., & Voulvoulis, N. (2018). Cigarette Smoking: An Assessment of Tobacco's Global Environmental Footprint Across Its Entire Supply Chain. *Environmental Science & Technology*, *52*(15), 8087–8094. https://doi.org/10.1021/acs.est.8b01533.

উন্নয়ন সমন্বয় কর্তৃক পরিচালিত 'ডিজিটাল বাজেট ইনফরমেশন হেল্পডেস্ক' এবং 'আমাদের সংসদ' প্লাটফর্মের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। বাজেট নিয়ে যেসব সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কাজ করে অথবা বাজেট নিয়ে যাদের সামান্যতম আগ্রহ আছে তাদের সবার জন্য আমাদের এ প্রকাশনা।

উন্নয়ন সমন্বয়